মানুষের পরীক্ষার জন্য দুনিয়াকে মনোরম করা হয়েছে।

যুল ক’দাহ মাসের দ্বিতীয় জুমুআর বয়ান

(৮ যুল কা’দাহ ১৪৪৫ হিজরী, ১৭ মে ২০২৪)

প্রকাশনায়ঃ জামিয়া নু’মানিয়া, মিম্বার ও মিহরাব বিভাগ।

বয়ানটির সর্বস্বত্ব জামিয়া কর্তৃক সংরক্ষিত।

ক্রমিক নং ১৪৪

نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّى عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ وَعَلٰى اٰلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِيْنَ أَمَّا بَعْدُ: فَاَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ ۞ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۞ اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْاَرْضِ زِيْنَةً لَّهَا لِنَبْلُوَهُمْ اَيُّهُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا۞ صَدَقَ اللهُ الْعَظِيْمُ

সম্মানিত ঈমানদার ভায়েরা ! আজ যুল কাদাহ মাসের ৮ তারিখ, দ্বিতীয় জুমুআ। আজ আমরা এ বিষয়ে আলোচনা করব যে, মানুষের পরীক্ষার জন্যে দুনিয়াকে সুন্দর ও মনোরম করা হয়েছে। সূরা কাহ্‌ফের ৭ নম্বর আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বিশ্ববাসীকে সম্বোধন করে বলেছেনঃ

اِنَّا جَعَلْنَا مَآعَلَى الْاَرْضِ زِيْنَةً لَّهَا لِنَبْلُوَهُمْ اَيُّهُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا

“পৃথিবীতে যা কিছু আছে, তা আমি পৃথিবীর জন্যে সৌন্দর্য-শোভা করেছি। যাতে লোকদের পরীক্ষা করি যে, তাদের মধ্যে কে ভাল কাজ করে। ” এ আয়াতে আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে দু’টি বিষয় জানিয়েছেন; (১) দুনিয়াতে যত প্রকার মাখলূক বা জিনিস আছে, যেমন গাছ-পালা, পাহাড়-পর্বত, নদী-নালা, জীব-জন্তু,পশু-পাখি, বিল্ডিং-বালাখানা ইত্যাদি সবকিছু পৃথিবীর জন্যে সৌন্দর্যের কারণ। (২) মানুষকে এসব জিনিস উপভোগ করতে দিয়ে তিনি পরীক্ষা করতে চান যে, কে এসব জিনিস দ্বারা সঠিক ভাবে উপকৃত হয়ে আল্লাহর আনুগত্য করে, আর কে এসবে মগ্ন হয়ে আল্লাহকে ভুলে যায়।

এ দু’টি বিষয় উল্লেখ করে সুনানে তিরমিযীর ২১৯১ নম্বর

হাদীসে রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ

إِنَّ الدُّنْيَا حُلْوَةٌ خَضِرَةٌ، وَإِنَّ اللَّهَ مُسْتَخْلِفُكُمْ فِيهَا فَنَاظِرٌ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، أَلَا فَاتَّقُوا الدُّنْيَا وَاتَّقُوا النِّسَاءَ

“নিশ্চয় দুনিয়া সবুজ ও সুমিষ্ট। আর আল্লাহ তায়ালা দুনিয়াতে তোমাদের স্থলাভিষিক্ত করে তোমরা কেমন আমল কর তা দেখতে চান। খবরদার ! তোমরা দুনিয়াকে ভয় কর এবং নারীদের থেকে সাবধান থাকো। ”

এ হাদীস দ্বারা বোঝা গেল যে, আমাদের জন্য দুনিয়াকে আকর্ষনীয় ও মনোরম করা হয়েছে। আর দুনিয়া হল আমাদের পরীক্ষা কেন্দ্র। আল্লাহ তায়ালা বিভিন্ন ভাবে আমাদের পরীক্ষা করবেন। কে এই পৃথিবীর মনোরম ও মনমুগ্ধকর জিনিস দ্বারা উপকৃত হয়ে আল্লাহর আনুগত্য করে, আর কে এই ক্ষণস্থায়ী আকর্ষণীয় বস্তুতে মশগুল হয়ে আল্লাহকে ভুলে যায়।

অধিকাংশ মানুষ দুনিয়ার অস্থায়ী ভোগ্য বস্তুতে লিপ্ত হয়ে আল্লাহকে ভুলে যায় এবং পরকালের অনন্ত জীবনকে নষ্ট করে দেয়। তাই আল্লাহ তায়ালা কুরআন মজীদে বহু জায়গায় মানুষকে দুনিয়ার চাকচিক্য থেকে ধোঁকা খেতে নিষেধ করেছেন এবং এমন অনেক জাতির ইতিহাস উল্লেখ করেছেন, যারা দুনিয়ার মুহব্বতে আল্লাহর নাফরমানী

করেছে, যার কারনে আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে এই দুনিয়ার জীবনেই চরম শাস্তি দিয়েছেন। যেমন, নমরূদ, ফিরআউন, হামান, কারূণ ও আরো বহু মানুষ।

আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে সুখ-শান্তির বহু জিনিস দিয়েছিলেন। সেই সব জিনিস পেয়ে তারা দুনিয়ার আমোদ-প্রমোদে এমন ভাবে লিপ্ত হয়েছিলেন, যেন তারা কখনও মরবে না। আজ হাজার হাজার বছর অতিবাহিত হয়ে গেল, পৃথিবীতে তাদের কোন অস্তিত্ব নেই। তাদের জনবল, অর্থবল, সুউচ্চ প্রাসাদ সবকিছু নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। তার কোন চিহ্ন পৃথিবীতে নেই।

তাই রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ তোমরা দুনিয়াকে ভয় কর এবং নারী জাতিদের ব্যাপারে সাবধান থেকো। দুনিয়া বলতে, সন্তান-সন্ততি, মাল-দৌলত ইত্যাদি সবকিছু বোঝানো হয়েছে। হাদীসের অর্থ হল, সন্তান-সন্ততি ও মাল-দৌলত ইত্যাদির মুহব্বতে যেন তোমরা পরকালের শান্তিময়

জীবনকে হাতছাড়া কর না।

মনে রাখবেন, হাদীসে নবীজি দুনিয়াকে ভয় করতে বলেছেন। আর নারী জাতিও দুনিয়ার একটি জিনিস। সুতরাং দুনিয়াকে ভয় করা মানে নারীদের থেকেও সাবধান থাকা। তবুও রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নারীদের কথা পৃথকভাবে উল্লেখ করে বলেছেনঃ "তোমরা নারীদের থেকে সাবধান থাকো।" তার কারণ এই যে, নারী জাতি পুরুষদের জন্য বড় পরীক্ষা। তাই একটি হাদীসে রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ আমার অবর্তমানে পুরুষদের জন্য নারীদের থেকে বড় ফিতনা আর কিছু নেই। আর এ বিষয়টি আমরা প্রত্যক্ষও করছি। অবৈধ ভাবে নারীদের ভোগ করার জন্যে তাদের প্রতি যে যুলুম-অত্যাচার হচ্ছে, তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না।

সুধীবৃন্দ ! আল্লাহ তায়ালা যেমন দুনিয়াকে আমাদের সুন্দর ও মনোরম করেছেন সাথে সাথে এটাও জানিয়ে দিয়েছেন যে, দুনিয়া যত সুন্দর মনে হোক না কেন তা

ক্ষণস্থায়ী, একদিন তা ধ্বংস হয়ে বিলীন হয়ে যাবে। সূরা কাহ্ফের ৮ নম্বর আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেছেনঃ

وَإِنَّا لَجَٰعِلُوْنَ مَاعَلَيْهَا صَعِيْدًا جُرُزًا

“যমীনের উপর যা কিছু আছে, অবশ্যই আমি তা উদ্ভিদশূণ্য মাটিতে পরিণত করব। ” আর সূরা রহমানের ২৬ নম্বর আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেছেনঃ

كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ

“ভূপৃষ্ঠের সবকিছুই ধ্বংসশীল। ”

ভাই সকল ! দুনিয়ার এ পরীক্ষায় যারা কামিয়াব হয়েছে, আর যারা হয় নি। এই দুই শ্রেণির মানুষের মধ্যে অনেকের জীবনের এমন কিছু ঘটনা ইতিহাসের পাতায় আজও বিদ্যমান, যাতে আমাদের জন্য অনেক শিক্ষা রয়েছে। এখানে আমরা দু’টি ঘটনা জেনে রাখি।

প্রথম ঘটনাঃ

বিশিষ্ট মুহাদ্দিস হযরত আউন ইবনে আব্দুল্লাহ (রহ) খলীফা উমার ইবনু আব্দুল আযীয (রহ) কে একটি ঘটনা বর্ননা করেছিলেন; ঘটনাটি হলো, অতীত যুগে একজন

বাদশা একটি রাজমহল নির্মাণ করেছিলেন। তিনি খুব সুন্দর করে মহলটি সাজান। বিভিন্ন রকম নকশা কারুকার্য দ্বারা মহলটিকে আকর্ষণীয় ও মনমুগ্ধকর করেছিলেন। মহলের কাজ শেষ হলে, তিনি মহলটি উদ্বোধন করার জন্যে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন এবং দেশের গণ্যমান্য লোকদের দাওয়াত দেন। আমন্ত্রিত অতিথিগণ যথা সময়ে রাজ মহলে হাযির হন। তারা মনজুড়ানো সুদর্শন প্রাসাদটির চতুর্দিকে ঘুরে ঘুরে প্রত্যক্ষ করেন। প্রাসাদটির নকশা ও কারুকার্য তার মুগ্ধ হন।

অতিথিদের জন্যে উন্নত মানের খাবারের ব্যবস্থা করা হয়। সকলে সে খাদ্য গ্রহণ করেন। এদিকে বাদশা রাজ মহলের বাইরের দরজায় কয়েকজন দারোয়ান এ জন্যে নিযুক্ত করেন যে, তারা বিদায়কালে প্রত্যেক অতিথিকে জিজ্ঞেস করবে, তিনি এ মহলে কোন খুঁত দেখেছেন কি না? দারোয়ানরা প্রত্যেক অতিথিকে জিজ্ঞেস করে, তারা এ মহলে কোন খুঁত পেয়েছেন কি না। একে একে সবাই জানায় যে, তারা এতে কোন খুঁত পায় নি। মহলটি খুব

সুন্দর হয়েছে।

অবশেষে সাধারণ পোশাক পরে কয়েজন যুবক বের হন। দারোয়ানরা তাদের কাছে জানতে চান, তারা মহলে কোন খুঁত পেয়েছেন কি না। তখন তারা বলেন, হ্যাঁ; আমাদের চোখে এ মহলে দু'টি খুঁত ধরা পড়েছে।

এ কথা শুনে দারোয়ানরা বাদশাকে সংবাদ দেয় যে, আমরা প্রত্যেক অতিথিকে জিজ্ঞেস করেছি, তারা এ মহলে কোন খুঁত পেয়েছেন কি না। সকলেই একবাক্যে স্বীকার করেছে যে, তারা কোন খুঁত দেখেননি। কিন্তু শেষে কয়েকজন যুবককে জিজ্ঞেস করলে তারা বলে যে, এ মহলে তাঁরা দু'টি খুঁত পেয়েছে।

বাদশা এ সংবাদ শুনে খুব চিন্তিত ও বিরক্ত হন। কারণ, তাঁর বিশ্বাস ছিল যে, মহলে একটিও খুঁত নেই। সেখানে দুই দু'টি খুঁত রয়েছে বলে তাঁকে জানানো হয়। বাদশা তখন দারোয়ানদের আদেশ দিয়ে বলেন, সেই অতিথিদেরকে আমার কাছে হাযির কর। সুতরাং, বাদশার আদেশ মত তাদেরকে হাযির করা হয়। বাদশা তাদেরকে

কঠোর ভঙ্গিতে জিজ্ঞেস করেন, তোমরা আমার এ মহলে কোন খুঁত পেয়েছ কি? তাঁরা নির্দ্বিধায় জানিয়ে দেন যে, আমরা এ মহলে দু'টি খুঁত পেয়েছি। বাদশা তখন বলেন, আচ্ছা তা কি কি আমাকে জানিয়ে দাও। তাঁরা বলেন, একটি খুঁত এই যে, এ সুন্দর ও মনোরম মহল একদিন বিরাণ এবং ধ্বংস হয়ে যাবে। আর একটি খুঁত হল, এ মহলের মালিকও একদিন মৃত্যুবরণ করবে।

বাদশা তখন মুচকি হেসে বলেছিলেন, আচ্ছা এই কথা ! তারপর তিনি সেই যুবকদের প্রশ্ন করেছিলেন, আচ্ছা বলতো, তোমরা এমন কোন ঘর দেখেছো, যা কোন দিন বিরাণ হবে না এবং যার মালিক মারাও যাবে না ! তারা বলেছিলেন, হ্যাঁ দেখেছি। এ কথা দ্বারা তাদের উদ্দেশ্য ছিল জান্নাত ও জান্নাতবাসী। কারণ, জান্নাত কখনও বিরাণ ও ধ্বংস হবে না। আর জান্নাতবাসীরা কখনও মরবেন না।

যুবকদের কথা শুনে বাদশা খুবই প্রভাবিত হন এবং দুনিয়ার আয়েশ-আরাম, জাক-জমক ও রাজত্বের শেষ

পরিনতি তার কাছে ভেসে উঠে। অতঃপর তিনি শাহী মহল, রাজকীয় বেশ-ভূষা ও রাজমুকুট ছেড়ে সাধারণ পোশাক পরে রাজপ্রাসাদ থেকে বেরিয়ে যান এবং সেই যুবকদের সাথে মিলে আল্লাহর ইবাদতে মশগুল হন। 'আত্তাওয়াবীন' কিতাবের ৩৪ পৃষ্ঠায় এ ঘটনাটি লেখা আছে।

দ্বিতীয় ঘটনাঃ

আব্বাদ ইবনে আব্বাদ নামে একজন বুযুর্গ ব্যক্তি বাসরার এক বাদশার ঘটনা বর্ণনা করে বলেন, তিনি জীবনের প্রথমে খুব ইবাদতকারী ছিলেন। পরে দুনিয়ার প্রতি আকৃষ্ট হন এবং রাজত্ব লাভ করেন। তিনি একটি সুন্দর সুদর্শন প্রাসাদ নির্মাণ করেন।

প্রাসাদটি দর্শনের জন্যে বহু মানুষকে আমন্ত্রণ করেন এবং তাদের জন্য সুস্বাদু খাদ্যের ব্যবস্থা করেন। লোকজন প্রতিদিন রাজ প্রাসাদ দর্শন করতে আসতো এবং সুস্বাদু খাদ্য গ্রহণ করতো। তারা প্রাসাদটি ঘুরে ঘুরে দেখতো ও

তার নকশা এবং কারুকার্যে মুগ্ধ হত। আর বাদশার গুণগান ও প্রশংসা করতে করতে ফিরে যেত।

কিছুদিন পর বাদশা তাঁর ঘনিষ্টজনদের নিয়ে একটি বৈঠক করেন। তিনি তাদেরকে বলেন, আপনারা জানেন যে, আমি এ প্রাসাদটি নির্মাণ করতে পেরে খুব খুশি ও আনন্দিত। আর আমার মনের বাসনা এই যে, আমি আমার প্রত্যেক পুত্রের জন্যে এ রকম এক একটি প্রাসাদ নির্মাণ করব। তাই আপনারা আমার এখানে কিছুদিন অবস্থান করুন। যাতে এ ব্যাপারে আপনাদের থেকে পরামর্শ পেয়ে উপকৃত হতে পারি। বাদশার অনুরোধে তারা রাজ দরবারে থেকে যায়। রাত-দিন আনন্দ-ফূর্তি চলে এবং প্রাসাদগুলো কিভাবে সম্পন্ন করা যায় সে ব্যাপারে পরামর্শও হতে থাকে।

এক রাতের ঘটনা, বাদশা তার সঙ্গীদের সাথে পরামর্শে বসেছিলেন। পরামর্শ শেষ হলে বাদশা সকলকে নিয়ে আমোদ-প্রমোদ ও মদ পানে বিভোর হয়ে যান। হঠাৎ ঘরের কোণ থেকে একটি আওয়াজ শোনা যায়। কে

যেন বলছেঃ হে প্রাসাদ নির্মাণকারী ও মৃত্যুর কথা ভুলে যাওয়া ব্যক্তি ! আশা-আকাঙক্ষা বেশি কর না। কেননা মৃত্যু অবশ্যই আসবে।

মানুষ খুশি হোক কিংবা অসন্তুষ্ট, মৃত্যু এমন অবধারিত যার কোন আশাবাদী রেহাই পাবে না। প্রাসাদ নির্মাণের পরিকল্পনা ত্যাগ কর। কেননা এ প্রাসাদে তুমি চিরদিন থাকতে পারবে না। পুনরায় ইবাদত করতে শুরু কর, যাতে তোমার গোনাহ মাফ হয়ে যায়।

এ অলৌকিক আওয়াজ শুনে বাদশা ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েন এবং তার সঙ্গীদের জিজ্ঞেস করে বলেন, আমি যে আওয়াজ শুনতে পেয়েছি তা আপনারাও কি শুনতে পেয়েছেন? তারা বলে, হ্যাঁ, আমরাও তা শুনেছি।

অতঃপর বাদশা তাদের বলেন, আমি বুকের মধ্যে এক ধরনের যন্ত্রণা অনুভব করছি। আমার মনে হয় এটা আমার মৃত্যু যন্ত্রণা। মৃত্যুর দৃশ্য বাদশার চোখের সামনে। বাদশা তার জীবনের ভুল বুঝতে পারেন। তিনি সাথীদের বলেন, মদের বোতল গুড়িয়ে দাও। এরপর তিনি আল্লাহকে

সম্বোধন করে বলেন,হে আমার প্রভু ! আমি জীবনের সকল গোনাহ থেকে তওবা করছি। হে আল্লাহ ! যদি আমাকে আরও হায়াত দাও, তাহলে বাকি জীবন যেন তোমার আদেশ পালন করতে পারি সে তওফীক দান কর। আর যদি আমার আয়ু শেষ হয়ে গিয়ে থাকে, তবে মেহেরবানী করে আমাকে ক্ষমা করে দাও। এ কথ বলার কিছু পরেই বাদশার ইন্তেকাল হয়।

কিতাবুত্তাওয়াবীনের ৯০ পৃষ্ঠায় এ ঘটনাটি লেখা আছে।

এ দু'টি ঘটনা থেকে আমরা শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে। আর সকলকে এটা মনে রাখতে হবে, সুখ-দুঃখ যে অবস্থায় আমরা থাকি না কেন, আমাদের এ অবস্থা চিরদিনের জন্যে নয়। অতি শিঘ্রই আমাদের সুখ-দুখের সমাপ্তি হবে এবং আমরা চিরস্থায়ী জগতে চলে যাব। সুতরাং আমরা যেমন অবস্থায় থাকি না কেন, আল্লাহ তায়ালার আনুগত্য করে তাঁকে সন্তুষ্ট করতে হবে। তবেই আমরা চিরশান্তি হাসিল করতে পারবো।

আল্লাহ তায়ালা আমাদের সকলকে দুনিয়ার পরীক্ষায় কামিয়াব হওয়ার তওফীক দান করুন। আমীন, ইয়া রব্বাল আলামীন।

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لله رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

সংকলনেঃ মাওলানা মুনীরুদ্দীন চাঁদপুরী
(শাইখুল হাদীস, জামপুর মাদরাসা)
প্রচারেঃ মুফতী নাসীরুদ্দীন চাঁদপুরী
সহযোগিতায়ঃ মাওলানা আব্দুল মালিক হাফিযাহুল্লাহ
হাফিয আবু যার সাল্লামাহু ও মাষ্টার আশিক ইকবাল